কলকাতার উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

এর আগেঃ

মাননীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৬৯৭০

মোহঃ নওসাদ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী ডি কে সেনগুপ্ত, মিসেস শ্বেতা সাহা, ... আইনজীবীরা
সি. এস. টি. সি-র পক্ষে	শ্রী এন সি বিহানি শ্রী সৌম্য মুখার্জি .....আইনজীবীরা
সংরক্ষিতঃ	১৬.০৫.২০২৩
রায়ঃ	০৫.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য: -</u>

১। আবেদনকারী শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ৩০.১২.২০২১ তারিখের শাস্তির আদেশ এবং ১২.০৪.২০২২ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ বাতিল করার জন্য আবেদন করেছেন।

২। আবেদনকারীকে কলকাতা রাজ্য পরিবহণ নিগম দ্বারা চালক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল (সংক্ষেপে "সি. এস. টি. সি")। আবেদনকারীকে মানিকতলা নির্বাসনে নিযুক্ত করার সময় তাকে গাড়ির নম্বর. ডব্লিউ. বি দিয়ে ডিউটি বরাদ্দ করা হয়েছিল। আবেদনকারী স্টিয়ারিংয়ে থাকাকালীন উক্ত গাড়িটি আরও দুটি গাড়িকে ব্যাপকভাবে ধাক্কা দেয় যার ফলে তিনটি গাড়িরই ক্ষতি হয়। তারিখের একটি চার্জশিট জারি করা হয়েছিল। আবেদনকারী তার বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগেরজবাব তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে দিয়েছিলেন। তদন্ত কর্মকর্তা তার তারিখের প্রতিবেদনে আবেদনকারীকে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

৩। আবেদনকারী তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে তাঁর আবেদন জমা দিয়েছেন এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ একটি আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছেন যে আবেদনকারীর বেতন থেকে সমান কিস্তিতে আদায় করে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তবে আপিল কর্তৃপক্ষের অভিমত ছিল যে আবেদনকারীর কাছ থেকে কেবল ২ লক্ষ টাকার পরিমাণ আদায় করা হবে।

৪।আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সেনগুপ্ত বলেন যে, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদন্ত করেনি। তিনি আরও বলেন যে, আবেদনকারীর কোনও দোষ ছিল না এবং তাঁকে যে গাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাতে যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল। শ্রী সেনগুপ্ত যুক্তি দেখান যে কর্তৃপক্ষ যানবাহনগুলি বীমা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাই, কর্তৃপক্ষের ত্রুটির জন্য আবেদনকারীকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

৫। সি. এস. টি. সি-র বিদ্বান উকিল মিঃ বিহানি শ্রী সেনগুপ্তের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তি দেন যে আবেদনকারী তদন্তে অংশ নিয়েছিলেন এবং এই ধরনের কার্যক্রম প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়েছিল। শ্রী বিহানি বলেন যে, ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে, উচ্চ আদালত শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ফলাফলের উপর আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারে না। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি ***স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম রামলাল ভাস্কর এবং (২০১১) ১০ এস. সি. সি ২৪৯***-এ রিপোর্ট করা অ্যানার-এর ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

৬।পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন এবং রাখা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

৭।ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের (উপরে উল্লিখিত) আইনের এই প্রস্তাবে কোনও দ্বিমত নেই যে, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও কার্যধারায়, উচ্চ আদালত শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের উপর আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে না এবং যতক্ষণ শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানগুলি কিছু প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়, ততক্ষণ হাইকোর্ট প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করে না এবং প্রমাণের উপর একটি ভিন্ন এবং স্বাধীন অনুসন্ধানে আসে।

৮।ইউনিয়ান অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য বনাম পি গুনাসেকারান, ২০১৫ সালের ২য় এস. সি. সি. ৬১০-এ জ্ঞাপিত মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদের অধীনে উচ্চ আদালত তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রমাণের পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ নেবে না। উক্ত প্রতিবেদনের ১২ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমগুলি সরিয়ে দিয়েছে।

"১২. লেচেসেনা। হাইকোর্ট কেবল দেখতে পারে যেঃ

(ক) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা তদন্ত করা হয় কি না;

(খ) তদন্তটি সেই পক্ষে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়;

(গ) কার্যধারা পরিচালনায় প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ মামলার প্রমাণ এবং যোগ্যতার বাইরে কিছু বিবেচনার দ্বারা একটি ন্যায্য উপসংহারে পৌঁছাতে অক্ষম করেছে;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ নিজেদেরকে অপ্রাসঙ্গিক বা বহিরাগত বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হতে দিয়েছে;

(চ) উপসংহারটি, আপাতদৃষ্টিতে, এতটাই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী এবং কৌতুহলী যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন না;

(ছ) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বস্তুগত প্রমাণ স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছিল;

(ঞ) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ স্বীকার করেছিল যা অনুসন্ধানকে প্রভাবিত করেছিল;

(ট) সত্যের সন্ধান কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়।

৯।আইনের পূর্বোক্ত প্রস্তাবগুলি মাথায় রেখে, এই আদালত এখন বিবেচনা করুন যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ কোনও হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় কিনা।

১০।আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি যখন তাঁর বরাদ্দকৃত গাড়ির স্টিয়ারিং করছিলেন, তখন উক্ত গাড়িটি আরও দুটি গাড়িকে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয় যার ফলে তিনটি গাড়িরই ক্ষতি হয়।

১১।আবেদনকারীর প্রতিরক্ষা ছিল যে আবেদনকারীকে যে গাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল তার বড় যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল এবং এটি কোনও বীমার আওতায় আসেনি।

১২।তদন্ত কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে যে বরাদ্দকৃত গাড়িতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না। তদন্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে।

১৩।তদন্ত কর্তৃপক্ষ তার ০৯.১১.২০২১ তারিখের প্রতিবেদনে অবশ্য আবেদনকারীর সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা বিবেচনা করেনি যে গাড়ির কোনও বীমা কভারেজ ছিল না। অভিযুক্ত চালকের প্রমাণ থেকে মনে হয় যে তিনি যানবাহনের বীমার অনুলিপি জমা দিয়েছেন কিন্তু তদন্ত কর্তৃপক্ষ এই ধরনের নথিতে কোনও অনুসন্ধান ফিরিয়ে দেয়নি।

১৪। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা মামলাটিও বিবেচনায় নেয়নি যে গাড়িটির বীমা কভারেজ ছিল না। প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে গাড়ির বীমার অনুলিপিগুলি তদন্তের সময় আবেদনকারীর দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল। যানবাহনের প্রাসঙ্গিক সময়ে বৈধ বীমা কভারেজ ছিল কিনা তা একটি প্রাসঙ্গিক সত্য যা সমস্ত কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করেছিল। এটি ছাড়াও ৩০.১২.২০২১ তারিখের আদেশ থেকে দেখা যায় যে আনুমানিক ক্ষতি গণনা করা হয়েছিল ৩,২৯,৭৪৫। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের জারি করা আদেশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর দ্বারা হওয়া আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি সি. এস. টি. সি-কে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। যানবাহন মেরামতের জন্য সি. এস. টি. সি-র প্রকৃত খরচ দেখানোর জন্য সি. এস. টি. সি দ্বারা কোনও নথি পেশ করা হয়নি। গাড়িগুলি বীমা করা হয়েছিল কিনা তা সি. এস. টি. সি-র ক্ষতি নির্ধারণের জন্য একটি প্রাসঙ্গিক সত্য। যদি যানবাহনগুলি বীমা করা না হয়, তবে প্রশ্ন উঠবে যে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে তাদের নিজের দোষের জন্য শাস্তি দিতে পারে কিনা।

১৫। হাতে থাকা মামলায় শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ গাড়ির বীমা সংক্রান্ত আবেদনকারীর জমা দেওয়া নথিগুলি ভুলভাবে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সি. এস. টি. সি-র ক্ষতির বিষয়ে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানও কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। অতএব, তাত্ক্ষণিক মামলাটি পি. গুনাসেকরন (উপরে)-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বর্ণিত ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে পড়ে।

১৬। অতএব, এই আদালত বিবেচনা করে যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়।

১৭। যেহেতু আপিল কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশ সংশোধন করেছে, তাই এই আদালত বিবেচনা করে যে আপিল কর্তৃপক্ষকে তার ১২.০৪.২০২২ তারিখের আদেশ পুনর্বিবেচনা করার এবং উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে আপিলের নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া উচিত।

১৮। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, চেয়ারম্যান, সি. এস. টি. সি.-কে, ৩আর৪ উত্তরদাতা হিসাবে, তার তারিখের পুনর্বিবেচনা করতে এবং আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করে এবং আবেদনকারীকে এটি জানিয়ে আগে করা পর্যবেক্ষণগুলির আলোকে নতুন করে আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি যত দ্রুত সম্ভব তবে ইতিবাচকভাবে এই আদেশের সার্ভার অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। পুনরুদ্ধার, যদি থাকে, অনুসারে বিতর্কিত আদেশগুলি এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ সাপেক্ষে হবে।

১৯। তদনুসারে রিট পিটিশনটি উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশের সাথে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২০. জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য,)

(পি এ- সঞ্চিতা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly